শিক্ষা খাতে শিশু অধিকার ও সহনশীলতার জন্য

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা কাঠামো

২০২২-২০৩০

Global Alliance for
Disaster Risk Reduction & Resilience
in the Education Sector

@ GADRRRES (2022)
স্কুল নিরাপত্তার সমন্বিত কাঠামো ২০২২-২০৩০

gadrrres.net
gadrrres@gmail.com
cc.preventionweb.net/scss
facebook.com/GADRRRES
twitter.com/GADRRRES
youtube.com/channel/UCaqw1ApjLwAc_nHzNkmrkrQ

Cover photo: © UNICEF/UN0208033/Dejongh

© UNICEF/UNI309811/Dejongh

শিক্ষা খাতে শিশু অধিকার এবং সহনশীলতার জন্য সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা কাঠামো ২০২২-২০৩০

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা কাঠামো (কম্প্রিহেনসিভ স্কুল সেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বা সিএসএসএফ) ২০২২-২০৩০ শিক্ষা ক্ষেত্রের নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারী, স্কুল প্রশাসক এবং তাদের অংশীদারদের শিক্ষা খাতে শিশু অধিকার, স্থায়িত্ব এবং সহনশীলতা প্রচারে সহায়তা করে। কাঠামোটি শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা খাতের লোকসংখ্যা, ব্যবস্থা এবং কর্মসূচিগুলোকে সকল বিপদ ও ঝুঁকি থেকে সহনশীলতা এবং সুরক্ষা দিতে একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রদান করে। এটি শিক্ষা খাতে প্রবেশ, গুণমান এবং পরিচালনার কৌশল সমর্থন করে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ঝুঁকির বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উদীয়মান ঝুঁকি সারা বিশ্বে শিক্ষা খাতকে প্রভাবিত করার প্রমাণ পাওয়ার প্রেক্ষিতে সিএসএসএফ পর্যালোচনা করা হয়েছিল *(পরিশিষ্ট ১. পটভূমি দেখুন)*। এসব ঝুঁকি এবং তাদের আন্তঃসংযোগ নিয়ে সচেতনতা ও বর্ধিত উপলব্ধি ইতিমধ্যেই শিক্ষা খাতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এনেছে, যা সিএসএসএফ প্রতিফলিত করতে চায়।

এই সংশোধনের জন্য শিক্ষা খাতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর (জিএডিআরআরআরইএস) এবং এশিয়া-প্যাসিফিক, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে তাদের আঞ্চলিক সহযোগীদের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

সিএসএসএফ-এর প্রাথমিকভাবে বিস্তৃতি হয়েছিল ২০১২ সালে। পরবর্তীতে, ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে তিনটি "২০১৫-পরবর্তী" এজেন্ডার (এজেন্ডা ২০৩০, প্যারিস চুক্তি এবং সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক) আলোকে এটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। জিএডিআরআরআরইএস এবং *ডব্লিউআইএসএস (ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইনিশিয়েটিভ ফর সেফ স্কুলস বা নিরাপদ স্কুলের জন্য বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ)* সমর্থন করা ৬০-এর অধিক দেশে এতে সহায়তা করেছিল।[1]

ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা তৈরির জন্য সিএসএসএফ একটি সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজনের ওপর জোর দেয় যা "গোটা সমাজ" এবং "সকল বিপত্তি" পন্থা অন্তর্ভুক্ত করে *(পরিশিষ্ট ৩ দেখুন — কর্মের জন্য ব্যবহারিক মডেল এবং পরিশিষ্ট ৪ দেখুন — সকল বিপদ এবং সকল ঝুঁকি)*। গবেষণা এবং অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভবিষ্যত পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রে শিশু এবং তরুণদের অংশগ্রহণ অমূল্য।[2] নিরাপদ, ক্রমাগত, এবং মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিশুদের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন বাধাগুলো সনাক্ত এবং টেকসইভাবে মোকাবিলা করার জন্য এটি সবচেয়ে অভিযোজিত উপায় হিসাবে পরিচিত। শিক্ষা খাতের দায়িত্ব পালনকারীরা প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত হুমকি, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী ও বৈশ্বিক মহামারী (যেমন কোভিড-১৯), সহিংসতা, সংঘর্ষ এবং দৈনন্দিন হুমকিসহ একাধিক বিপদের জটিল প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে। এগুলো শিশু ও সমাজের উন্নয়নে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে। লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে এই প্রভাবগুলো ভিন্নভাবে অনুভূত হয়। আমাদের এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

© GADRRRES

বৃহৎ বৈশ্বিক কাঠামোসমূহের সাথে সংযোগ

টেকসই উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা, জলবায়ু কর্মকাণ্ড, সংঘাত ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্কুল নিরাপত্তা মুখ্য। সিএসএসএফ-এর সাথে সংযুক্ত :

- শিশু অধিকার সম্মেলন ১৯৮৯[৩]
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০১৫-২০৩০[৪] (*পরিশিষ্ট ৫ দেখুন — সিএসএসএফ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ*)
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০[৫] (*পরিশিষ্ট ৬ দেখুন — ডিআরআর ২০১৫-২০৪০-এর জন্য সিএসএসএফ এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক*)
- প্যারিস এগ্রিমেন্ট[৬]
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ২০৩০[৭]
- ইন্সপায়ার : শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার জন্য সাতটি কৌশল[৮]
- নিরাপদ বিদ্যালয়ের ঘোষণা[৯] (সশস্ত্র সংঘাতে শিক্ষার সুরক্ষার বিষয়ে)
- জরুরী অবস্থায় শিক্ষার জন্য ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্কের শিক্ষার ন্যূনতম মানদণ্ড : প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া, পুনরুদ্ধার[১০]
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি[১১]
- শিশু সুরক্ষায় মানবিক কার্যক্রমে ন্যূনতম মানদণ্ড[১২]
- জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্য এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক[১৩]
- আন্তর্জাতিক সমঝোতা, সহযোগিতা এবং শান্তির জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ[১৪]

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা কাঠামো

সিএসএসএফ ২০২২-২০৩০-এর উদ্দেশ্য হলো সকলের জন্য একটি মানসম্মত শিক্ষায় নিরাপদ, ন্যায়সঙ্গত এবং অবিচ্ছিন্ন প্রবেশে প্রচার করার জন্য দায়িত্ব পালনকারী এবং তাদের অংশীদারদেরকে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তার লক্ষ্য

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তার লক্ষ্য হলো একটি অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকি-অবহিত পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা :

1. স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষার জায়গাগুলোতে মৃত্যু, আঘাত, সহিংসতা এবং ক্ষতি থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ ও কর্মীদের রক্ষা করবে।
2. শিক্ষা ও সুরক্ষার ধারাবাহিকতার জন্য পরিকল্পনা করা এবং শিক্ষার পথে সকল ধরনের ধাক্কা, মানসিক চাপ, বিপদ ও হুমকি সীমিত করা।
3. ঝুঁকি হ্রাস, সহনশীলতা তৈরি করা, এবং টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে শিক্ষার্থী এবং দায়িত্ব পালনকারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রচার করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল

1. স্কুলে এবং স্কুলে যাওয়ার পথে সকল শিশু[১৫] ও শিক্ষা খাতের কর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা।
2. সকল বিপদের মুখে শিক্ষা-ব্যবস্থার সহনশীলতা শক্তিশালী করা :
   - সকল স্তরে সম্মত নীতিমালা, সর্বসম্মতিপূর্ণ অগ্রাধিকার, দায়িত্ব এবং কার্যক্রমসহ ব্যবস্থা ও নীতি সক্রিয় করা;
   - শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ সুরক্ষিত এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলো নিরাপদ এবং আরও পরিবেশবান্ধব;১৬
   - বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকা;
   - ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষা প্রচার করা;
   - স্কুল পর্যায়ে সিএসএস সম্ভব করার জন্য শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন করা হয় এবং তাদের সক্ষমতা শক্তিশালী করা হয়।
3. বয়স, লিঙ্গ, অক্ষমতা, ডিজিটাল বিভাজন এবং সামাজিক বর্জনের (যেমন অভিবাসী ও শরণার্থীসহ আন্তঃবিভাগীয়, জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য) কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাগত বাধাগুলো চিহ্নিত ও অপসারণ করা হয়।
4. ইন্টারসেক্টোরাল সহযোগিতা এবং ট্রিপল নেক্সাস (মানবিক, উন্নয়ন এবং শান্তি-বিনির্মাণ)[১৭] জোরদার হবে।

গঠন

সিএসএসএফ-এর চারটি মূল উপাদান রয়েছে, যার মধ্যে একটি সমন্বিত ভিত্তি এবং তিনটি সংযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে। প্রতিটি উপাদান নির্দিষ্ট পরিধি, অংশীজন, দায়িত্ব এবং কৌশল দ্বারা আলাদা করা হয়।

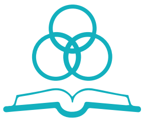

ভিত্তি: ব্যবস্থা এবং নীতি সক্রিয় করা

স্তম্ভ ১ : নিরাপদ স্কুল ভবন

স্তম্ভ ২ : স্কুলের নিরাপত্তা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যবস্থাপনা

স্তম্ভ ৩ : ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষা

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা কাঠামো

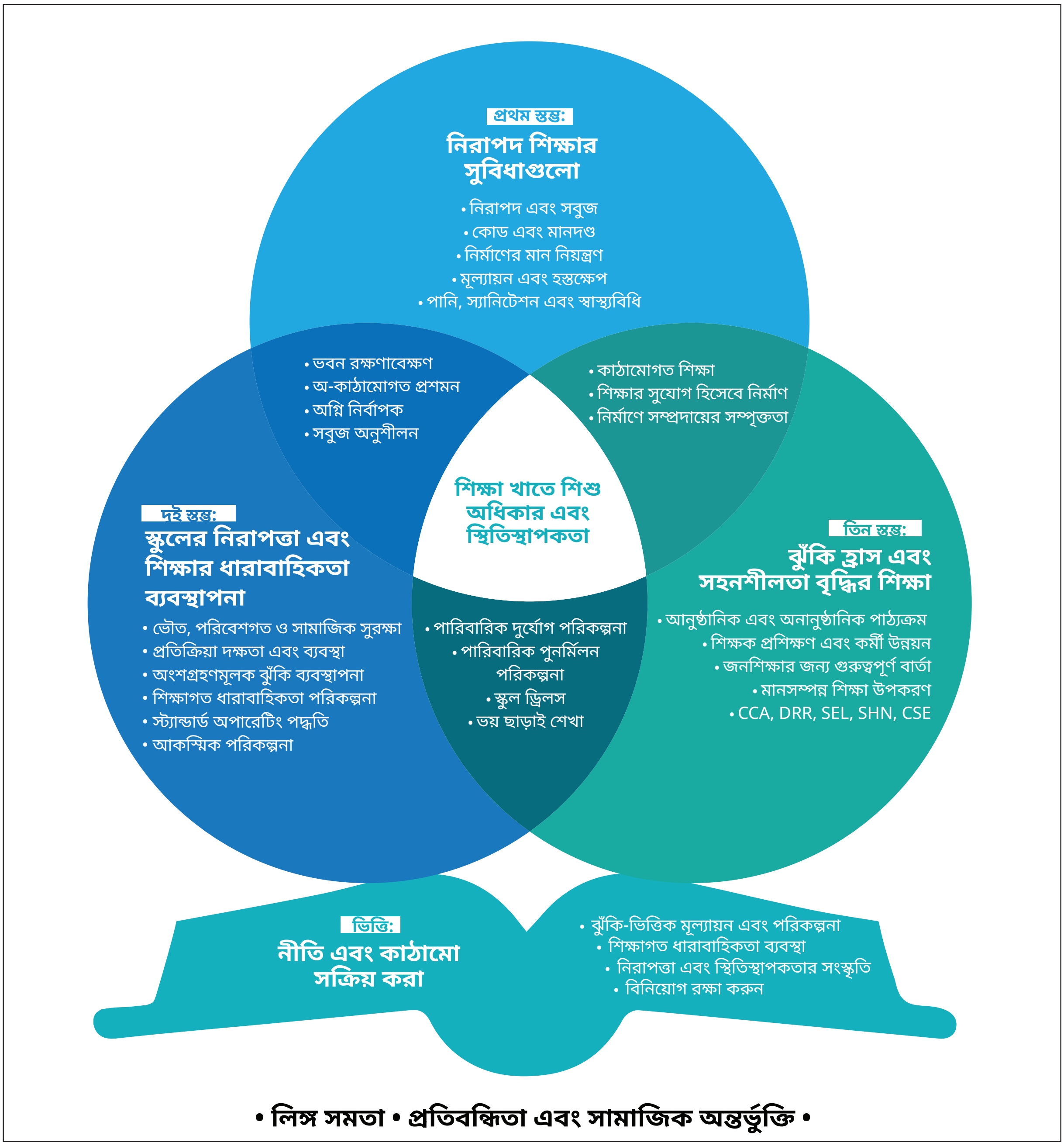

• SDGs • SFDRR • প্যারিস চুক্তি • EVAC নিরাপদ শেখা • SS ঘোষণা •

বিশদ বিবরণ, প্রাসঙ্গিককরণ, এবং কারিগরি সহায়তা

সিএসএসএফ ২০২২-২০৩০ এবং এর সহায়ক নথিগুলো শিক্ষা-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সরকারী দায়িত্ববাহকদের পাশাপাশি মানবিক ও উন্নয়ন অংশীজনদের সহযোগিতা এবং যৌথ প্রভাবকে শক্তিশালী করতে চায়।

জিএডিআরআরআরইএস এবং এর আঞ্চলিক সহযোগীরা :

- আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক প্রাসঙ্গিককরণে সহায়তা করবে;
- **সিএসএসএফ-এর লক্ষ্য ও সূচকসমূহের হালনাগাদে সহায়তা করার জন্য বিশ্বব্যাপী পরামর্শ প্রদান করবে;**
- প্রাসঙ্গিককরণের উদাহরণসহ অতিরিক্ত নির্দেশিকা প্রদান করবে :
  - নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব সনাক্তকরণ,
  - ফ্রেমওয়ার্কটি কার্যকরে প্রস্তাবিত কৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপকরণগুলোর সাথে উপলব্ধ মানসম্পন্ন কারিগরি সংস্থান যুক্ত করা,
  - কেস স্টাডি এবং উত্তম অনুশীলনের উদাহরণ;
- প্রিভেনশনওয়েব-এর (ইউএনডিআরআর দ্বারা পরিচালিত) সহযোগিতায় জিএডিআরআরআরইএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গবেষণা, শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করা।

© IFRC/Irem Karakaya

© UNDRR Caribbean Safe School Ministerial Forum

ভিত্তি

ব্যবস্থা এবং নীতি সক্রিয় করা

পরিধি

সিএসএসএফ-এর ভিত্তি ব্যবস্থাজুড়ে সহনশীলতাকে শক্তিশালী করার ওপর আলোকপাত করে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থা ও নীতিমালা সক্রিয় করা, যার লক্ষ্য হলো সমগ্র স্কুল কমিউনিটির নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল রক্ষা করা; কার্যকর শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা ব্যবস্থা প্রদান করা; শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ রক্ষা করা; এবং নিরাপত্তা ও সহনশীলতার সংস্কৃতি প্রচার করা। ঝুঁকি-অবহিত নীতি এবং পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলো নিরপেক্ষতা উন্নত করতে, ঝুঁকি প্রতিরোধ ও হ্রাস করতে এবং সক্ষমতা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

মূল প্রতিষ্ঠান/কর্মী

মূল দায়িত্ব বাহক :

- জাতীয় ও উপ-জাতীয় শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিশু-সুরক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অর্থ/বাজেট কর্তৃপক্ষ, যারা নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত।
- বেসরকারী শিক্ষা প্রদানকারী যারা শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।
- দাতা, ঋণদাতা এবং বেসরকারি খাতের সহায়তাকারী যারা শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন করে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/কর্মী :

- স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ (এলইজি), জাতীয় স্কুল নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম বা সমন্বয় ব্যবস্থা।
- শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি এবং অন্যান্য সুশীল সমাজ সংস্থা যারা শিশু, তরুণ, পিতা-মাতা এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানে সহায়তা করে।
- জরুরী অবস্থায় শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ক্লাস্টার, এবং সমন্বয় প্রক্রিয়া।
- আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (আইএনজিও) এবং আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থা (আইজিও), যারা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে।
- মহিলা, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী অধিকার গোষ্ঠী এবং স্কুল নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যুব গোষ্ঠীসহ জাতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও)।
- ঝুঁকি হ্রাস, শিশু সুরক্ষা, পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ), স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য হ্রাস, অবকাঠামো / সরকারি কাজ, ভূমি ব্যবহার, নগর পরিকল্পনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষায় ইন্টারসেক্টোরাল অংশীদার।
- শিক্ষা, জলবায়ু, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার, এবং অন্যান্য গবেষকেরা যারা প্রমাণ-ভিত্তিক অনুশীলন জানান এবং অনুশীলন-ভিত্তিক প্রমাণ তৈরি করেন এবং পরিবর্তনশীল পূর্বাভাস-ভিত্তিক পরিকল্পনা সমর্থন করেন।

মূল দায়িত্বসমূহ

- নির্দেশক নীতিমালা মেনে চলা **নিশ্চিত করুন** *(পরিশিষ্ট ২ — নির্দেশক নীতিমালা) দেখুন।*
- টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণদের সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঝুঁকি-অবহিত স্কুল নিরাপত্তা এবং শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা ব্যবস্থা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠায় মূল দায়িত্ব-বাহকদের **নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।**
- দায়বদ্ধতা **নিশ্চিত করুন** এবং শাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে মুখপাত্র হিসাবে স্কুল কমিউনিটির সদস্যদের ক্ষমতায়নের জন্য আস্থা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন।
- জাতীয়, উপ-জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (যেমন, হ্রাস, প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া, পুনরুদ্ধার) সক্ষম করতে এবং সমস্ত বিপদ মোকাবিলা করতে নীতি কাঠামো, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের নির্দেশিকা **পর্যালোচনা** ও উন্নত করুন।
- জাতীয়, উপ-জাতীয়, এবং স্থানীয় স্কুল-কমিউনিটির স্তরে স্কুল নিরাপত্তা এবং সহনশীলতার জন্য সমস্ত বিপদ ও ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য নীতি ও পরিকল্পনা **তদারকি করুন** এবং ব্যবস্থা শক্তিশালী করুন।
- জাতীয়, উপ-জাতীয় এবং স্থানীয় স্কুল স্তরে স্কুল নিরাপত্তার জন্য শিশু-কেন্দ্রিক সকল বিপদের ঝুঁকি এমনভাবে মূল্যায়ন ও **বাস্তবায়ন করুন** যাতে জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তির দিকগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়।
- সমস্ত স্তরে স্কুল নিরাপত্তার নেতা হিসাবে প্রশিক্ষিত, মনোনীত ফোকাল পয়েন্টসহ সক্ষমতা-বিনির্মাণকে **অগ্রাধিকার** দিন।
- একটি বিনামূল্যের, মানসম্পন্ন মৌলিক শিক্ষার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তি এবং সমতা **প্রচার করুন** - ডিজিটাল বিভক্তি ছাড়াও জেন্ডার, প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির (যেমন আন্তঃবিভাগীয়, জাতিগত, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সেইসাথে অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু) ওপর আলোকপাত করুন।
- স্থানীয় স্কুল নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় এবং উপ-জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রের সাথে **সংযুক্ত করুন** এবং এই প্রচেষ্টাগুলোকে অর্থ সহায়তা করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য কার্যক্রম পরিকল্পনা করুন।
- **নীতির লক্ষ্য** অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও মানবসম্পদ নিশ্চিত করতে অর্থায়ন এবং বরাদ্দ সম্পদ জোগাড় করুন।
- সক্রিয়ভাবে গবেষণা এবং শিক্ষণ **সংহতকরণ**, সক্ষমতা এবং নির্দেশিকা বিকাশের জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক-অভ্যাস প্রয়োগ করে নীতিগুলো কার্যকর করুন এবং ফলাফল উন্নত করুন।

প্রস্তাবিত পন্থাসমূহ

- ঝুঁকি-অবহিত এবং সহযোগিতামূলক কৌশলগত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির জন্য একটি সম্মিলিত প্রমাণের ভিত্তি প্রদানের জন্য সব ধরনের শিশু-কেন্দ্রিক বিপদ ঝুঁকি মূল্যায়ন **পরিচালনা করুন** এবং একটি *স্কুল সুরক্ষা প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ,*[১৮] বিকাশ ও হালনাগাদ করুন।
- সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা খাতের নিরাপত্তার জন্য মাল্টি-স্টেকহোল্ডার এবং ক্রস-সেক্টোরাল সমন্বয় এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখুন।
- নীতির অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যগুলো সনাক্ত করার জন্য সঙ্কট-সম্পর্কিত (দুর্যোগ এবং জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস, শিশু সুরক্ষা, সংঘাত এবং সহিংসতা প্রতিরোধ সহ কিন্তু এরমধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) স্কুল নিরাপত্তার বিষয়ে পুরো ব্যবস্থায় প্রতিশ্রুতি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।
- কৌশলগত অগ্রাধিকারের জন্য লক্ষ্য এবং সূচক **গ্রহণ করুন** এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং স্কুল নিরাপত্তার জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করুন। প্রভাব, সামর্থ্য এবং সম্ভাব্যতা বিবেচনা করুন।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল, শিশু-কেন্দ্রিক, এবং শিশু-অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে (পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন, এবং সমন্বিত অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়াসহ) কর্মী, শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, শুশ্রূষাকারী এবং স্থানীয় কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ করুন, তাদের জড়িত করুন এবং ক্ষমতায়ন করুন।
- সমষ্টিগত প্রভাব এবং স্কুল নিরাপত্তার জন্য ক্রস-সেক্টোরাল সহযোগিতার জন্য চলমান জাতীয় মাল্টি-স্টেকহোল্ডার স্কুল নিরাপত্তা সমন্বয় ব্যবস্থা স্থাপন করুন, নেতৃত্ব দিন এবং বজায় রাখুন।
- জাতীয় ও উপ-জাতীয় স্তরে ঝুঁকি-অবহিত শিক্ষা খাত পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ এবং প্রশাসকদের সাথে সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি **বাস্তবায়ন** করুন।
- স্কুল নিরাপত্তা নীতিগুলো কার্যকর করার জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক সেরা অনুশীলন এবং নির্দেশিকা গবেষণা **করুন, শিখুন এবং শেয়ার করুন**।
- প্রমাণ-ভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতি, প্রাথমিক সতর্কতা এবং পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা এবং সমস্ত স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমস্ত বিদ্যালয় থেকে পৃথক করা তথ্য সংগ্রহ, নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য পদ্ধতি (ইএমআইএস) তৈরি ও শক্তিশালী করুন।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য ব্যয় এবং বাজেট, শিক্ষা বিভাগের বাজেটের সাথে সম্পূর্ণ একীভূত। প্রয়োজনে জাতীয় সম্পদ এবং অংশীদারদের কাছ থেকে সংস্থান সংগ্রহ করুন।

© UNESCO/Torres

স্তম্ভ ১ :

নিরাপদ স্কুল ভবন

পরিধি

নিরাপদ স্কুল ভবনগুলো নতুন ও বিদ্যমান উভয় ধরনের স্কুল ভবনগুলোর ওপর আলোকপাত করে যার মধ্যে আরও নিরাপদ এবং পরিবেশ-বান্ধব স্থাপনা তৈরি অন্তর্ভুক্ত আছে। নতুন কেন্দ্রগুলোর জন্য শারীরিক, জৈবিক, রাসায়নিক এবং সামাজিক হুমকি থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটি শিক্ষা কেন্দ্রের গুণমান উন্নত করতে এবং সকল ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য সাইট-নির্বাচন, পরিকল্পনা এবং নির্মাণের ওপর আলোকপাত করে। বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর জন্য এটি মেরামত, পুনরুদ্ধার, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন বা স্থানান্তরের পাশাপাশি সশরীরে শিক্ষণ পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধা সনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই স্তম্ভটি সহনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের লক্ষ্যসমূহকে সমর্থন করে। সশরীরে শিক্ষণ পরিবেশের নিরাপত্তা এবং প্রবেশগম্যতার মধ্যে রয়েছে : ভবনগুলোর কাঠামোগত কার্যকারিতা, অ-কাঠামোগত নিরাপত্তা,[১৯] সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্কুল সাইটের অবকাঠামো (যাতায়াতের নিরাপদ পথ এবং শারীরিক অক্ষমতা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রবেশাধিকারসহ পর্যাপ্ত পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা সুবিধা, কার্যকর স্থানান্তর পদ্ধতি, অবাধে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি), এবং সুরক্ষা ও শেখার ধারাবাহিকতা সমর্থন করার জন্য সরঞ্জাম ও পরিষেবা (প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থাসহ)।

মূল প্রতিষ্ঠান/কর্মী

মূল দায়িত্ব বাহক :

- সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, অবকাঠামো ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা যারা স্কুলের অবকাঠামো তহবিল, পরিকল্পনা, নির্মাণ, এবং নিয়ন্ত্রণ করেন এবং/অথবা জরুরী বা বিপর্যয়ের পরে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, এবং সম্ভবত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, গণপূর্ত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সুরক্ষা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- বেসরকারী শিক্ষা প্রদানকারী যারা শিক্ষা সুবিধাগুলো পরিচালনা করে।
- দাতা, ঋণদাতা, এবং বেসরকারী খাতের অবদানকারীরা যারা স্কুলের অবকাঠামো বা জরুরি অবস্থা বা বিপর্যয় থেকে স্কুলের পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ প্রদান করে কারিগরি সহায়তা এবং সক্ষমতার বৃদ্ধি প্রদান; এবং/অথবা এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সহায়তা পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ, সশরীরে শিক্ষণ কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা, এবং শিশু/তরুণদের অংশগ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (আইএনজিও) এবং আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থা (আইজিও), যারা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে।
- মহিলা, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী অধিকার গোষ্ঠী এবং স্কুল নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যুব গোষ্ঠীসহ জাতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও)।
- যারা স্কুলের সাইট এবং সম্প্রদায় পর্যায়ে কাজ করে, তারা সশরীরে শিক্ষণের কেন্দ্রগুলো ব্যবহার, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/কর্মী :

- স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ(এলইজি), জাতীয় বা উপ-জাতীয় পর্যায়ে স্কুলের নিরাপত্তা সমন্বয়কারী প্ল্যাটফর্মের সদস্যরা।
- জরুরি অবস্থায় শিক্ষা (ইআইই), পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ), শরণার্থী, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের গুচ্ছ এবং সমন্বয় প্রক্রিয়াসমূহ।
- স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, ভূমি ব্যবহার, জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি, শিশু সুরক্ষায় ইন্টার-সেক্টোরাল অংশীদার।
- শিক্ষাবিদ, গবেষক, এবং অবকাঠামোর গুণমান, নিরাপত্তা এবং উদ্ভাবন, নীতি ও পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত স্নাতক প্রাপ্ত শিক্ষার্থী।

মূল দায়িত্বসমূহ

- **নিশ্চিত করুন** যে প্রতিটি নতুন স্কুল সাইট নির্বাচন, নকশা এবং নির্মাণের জন্য প্রবিধান এবং নির্দেশিকা মেনে চলে। এতে যা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত : নিরাপত্তা, দুর্যোগ-প্রতিরোধীতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, অন্তর্ভুক্তিমূলকতা ও প্রবেশযোগ্যতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব।
- **বিদ্যমান স্কুলের জন্য ঝুঁকি-অবহিত অগ্রাধিকার পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা বাস্তবায়ন** করুন। এর লক্ষ্য হলো যেখানে সংস্কার, পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার, আধুনিকীকরণ, পুনর্গঠন, প্রতিস্থাপন, বা স্থানান্তর প্রয়োজন সে জায়গা সনাক্ত করুন ও সেখানে হস্তক্ষেপ করা, যাতে করে বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়, নিরাপত্তার উন্নতি হয় এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়।
- **নিশ্চিত** করুন যে স্কুল ভবনগুলোর জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো হালনাগাদকৃত, এবং এতে বিপদ ও ঝুঁকির বর্তমান উপলব্ধির প্রতিফলন হয় এবং এতে অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় বা পরিবেশের ক্ষতি এড়ানো যায় এবং সেই সাথে সম্মতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- শারীরিক সম্পদের জন্য আইনী কাঠামোর মধ্যে ন্যূনতম কর্মক্ষমতার মান **সংজ্ঞায়িত** করুন। জীবনের নিরাপত্তা, জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল, পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা, গরম, শীতলকরণ এবং অবাধে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ও জলবায়ুর প্রভাবগুলোর জন্য উপযুক্ত সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ প্রদানের বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা উচিত।
- চলমান সুবিধাগুলোর নিরাপত্তার জন্য **পরিকল্পনা** পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করুন।
- কমিউনিটি-ভিত্তিক নিরাপদ স্কুল সাইট-নির্বাচন, নির্মাণ, সংস্কার, পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার বা আধুনিকীকরণে স্কুল সম্প্রদায়কে **যুক্ত** করুন।
- নির্মাণ, হস্তক্ষেপ এবং তত্ত্বাবধানের সময় নিরাপত্তা উন্নত করতে স্থানীয় নির্মাতাদের ব্যবহারিক দক্ষতা **জোরদার** করুন।
- নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষণের সুবিধা বজায় রাখতে এবং পরিকল্পিত নকশার জীবনকাল অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এবং নির্দেশিকা **প্রদান করুন**।
- স্কুলগুলোতে নিরাপদে প্রবেশসহ (যেমন পথচারীদের পথ, রাস্তা এবং নদী পারাপার) অ-কাঠামোগত এবং অবকাঠামোগত ঝুঁকি **হ্রাস করুন**।
- **নিশ্চিত করুন** যে অস্থায়ী কমিউনিটির আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পিত স্কুলগুলো "তাৎক্ষনিক দখল" (অর্থাৎ, প্রত্যাশিত ক্ষতি কমানোর জন্য)-এর ন্যূনতম কাঠামোগত কর্মক্ষমতার মান পূরণ করার জন্য নকশা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত পন্থাসমূহ

- **নিশ্চিত করুন** যে শিক্ষা নীতি নিরাপত্তার গুণমান, অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষা কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে ও নির্দেশনা দেয়।
- স্কুলের অবকাঠামোতে সমস্ত বিনিয়োগের জন্য নিরাপত্তা বিবেচনাকে অবিচ্ছেদ্য **করে তুলুন।** একাধিক সুবিধা অর্জনের জন্য উপযোগী প্রশমন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করুন : ঝুঁকি কমানো, শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা, সুরক্ষামূলক স্বাস্থ্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ প্রদান, শিক্ষার গুণমান উন্নত করা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করা এবং খাপ খাইয়ে নেওয়া (যেমন নির্মিত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা কমানো এবং অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার)।
- শিক্ষা সরবরাহের ব্যাঘাত সীমিত করার সাথে সাথে নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব পুনর্গঠনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির সুবিধা তৈরি করে শিক্ষা খাতে পুনরুদ্ধার **পরিকল্পনা করুন**।
- স্কুল ভবনের অবস্থা ও নিরাপত্তা এবং পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (ইএমআইএস) **মূল্যায়ন করুন** ও ব্যবহার করুন।
- নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার-সংবেদনশীল, টেকসই এবং শেখার জন্য সহায়ক নতুন ও বিদ্যমান সশরীরে শিক্ষণের কেন্দ্রের জন্য মডেল স্কুলের নকশা এবং সমাধান **প্রতিপাদন করুন**।
- স্কুল ভবনে সবুজায়ন করা, ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য সাশ্রয়ী ও কার্যকর সমাধান **তৈরি করুন**।
- পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা মূল্যায়ন পরিচালনায়, শিক্ষা কেন্দ্রের সুরক্ষা এবং গুণমান উন্নত করার জন্য কার্যকর এবং টেকসই ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়ন করতে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগগুলোকে সুরক্ষিত করতে এবং সুরক্ষা ও সহনশীলতার সংস্কৃতি প্রচারে সম্প্রদায়গুলোকে **সংযুক্ত** করুন।
- নিরাপদ নির্মাণ, তত্ত্বাবধান এবং মান নিয়ন্ত্রণে নির্মাণকারীদের প্রশিক্ষণ, সেইসাথে সশরীরে শিক্ষণ কেন্দ্রে নির্মাণ ও পরিচালনার সময় কারও ক্ষতি এড়াতে সাইটে নিরাপত্তা **প্রদান** করুন।

স্তম্ভ ২

স্কুলের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যবস্থাপনা

© UNICEF/UNI246267

পরিধি

স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সমতা-ভিত্তিক পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করে যা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু ও কর্মীদের জন্য সমস্ত বিপদ এবং ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত। প্রভাবিত জনসংখ্যার অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সহনশীলতার জন্য *দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গ্রহণযোগ্য, নমনীয় ও রূপান্তরযোগ্য সক্ষমতাগুলো* বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়া। সকল দুর্যোগের জন্য ব্যাপক ঝুঁকি-মূল্যায়ন, ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং হ্রাস, প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি, পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

মূল প্রতিষ্ঠান/কর্মী

মূল দায়িত্ব বাহক :

- জাতীয়, উপ-জাতীয় এবং স্থানীয় স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা সেক্টরের নেতারা তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিশু সুরক্ষা, এবং প্রতিটি এখতিয়ারে অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সমপর্যায়ের অংশীদারদের নিয়ে সহযোগিতার সাথে কাজ করা।
- স্কুল পর্যায়ে সমস্ত কর্মী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ও অন্যান্য স্কুল ব্যবহারকারীদের জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।
- বেসরকারী শিক্ষা প্রদানকারী যারা শিক্ষা কেন্দ্র বা কর্মসূচি পরিচালনা করে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/কর্মী :

- স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ (এলইজি) এবং জাতীয় এবং/অথবা উপ-জাতীয় স্কুলের নিরাপত্তা সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের সদস্যরা।
- শিক্ষা (জরুরী অবস্থায়), শিশু সুরক্ষা এবং অন্যান্য মানবিক প্রতিক্রিয়ায় ক্লাস্টার, ওয়ার্কিং গ্রুপের সমতুল্য, বা শরণার্থীদের শিক্ষায় কর্মরত গোষ্ঠী (যখন ক্লাস্টার এবং/অথবা শরণার্থী সিস্টেম সক্রিয় থাকে না)।
- আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (আইএনজিও) এবং আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থা (আইজিও), যারা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে।
- মহিলা, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী অধিকার গোষ্ঠী এবং স্কুল নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যুব গোষ্ঠীসহ জাতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও)।
- দাতা, ঋণদাতা এবং বেসরকারি খাতের অংশীদার যারা শিক্ষা খাতের উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সক্ষমতা উন্নয়নে অর্থায়ন করার মাধ্যমে সহনশীলতা বিনির্মাণের জন্য কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে।
- জননিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ), স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি, যুবক, খেলাধুলা এবং আরও অনেক বিষয়ে ইন্টার-সেক্টরাল অংশীদারগণ।
- সরকারী এবং বেসরকারী পরিবহন সেবা প্রদানকারী।
- জলবায়ু, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, শিশু-সুরক্ষা, শিশু অধিকার এবং অন্যান্য গবেষকরা যারা প্রমাণ-ভিত্তিক অনুশীলনকে পরিচালনা করেন, অনুশীলন-ভিত্তিক প্রমাণ তৈরি করেন, এবং পরিবর্তনযোগ্য পূর্বাভাস-ভিত্তিক পরিকল্পনা সমর্থন করেন।

মূল দায়িত্বসমূহ

- জাতীয় এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে পূর্ণ-সময়ের স্কুলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কর্মীদের এবং স্থানীয় স্কুলের কমিউনিটি পর্যায়ে ইচ্ছুক স্কুলের নিরাপত্তার ফোকাল পয়েন্টদের **নিয়োগ** করুন।
- ছাত্র, কর্মী, পিতামাতা, পরিচর্যাকারী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের জড়িত করার মাধ্যমে এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার মাধ্যমে স্থানীয় স্কুলের কমিউনিটি স্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং অংশগ্রহণমূলক স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা **বজায় রাখুন**।
- পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় স্তর থেকে নির্ভরযোগ্য বিপদ, ঝুঁকি এবং হুমকির তথ্য **জোগাড়** ও ব্যবহার করুন। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার ওপর আক্রমণ এবং স্কুলকে সামরিক কাজে ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের প্রক্রিয়ার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা।
- স্কুলগুলোকে সম্প্রদায়-পর্যায়ের অনুরূপ প্রক্রিয়াগুলোর সাথে সংযুক্ত করে ব্যাপক এবং অংশগ্রহণমূলক স্কুলের স্তর অনুযায়ী ঝুঁকি মূল্যায়ন, কর্ম-ভিত্তিক পরিকল্পনা, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে **নিযুক্ত** করুন।
- স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, এবং মঙ্গল রক্ষার জন্য শারীরিক, পরিবেশগত, এবং সামাজিক সুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য স্কুলগুলোকে এবং স্কুল পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারীদের (যেমন, শিক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী, এবং যত্নশীল) **নির্দেশনা প্রদান** করুন।
- দুর্যোগ এবং জরুরী প্রতিক্রিয়ার জন্য সাধারণ কর্মপদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি) **স্থানীয়করণ** এবং প্রয়োগ করুন। এর মধ্যে রয়েছে : নিরাপদ স্থানান্তর, নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর, নিরাপদ সমাবেশ, আশ্রয়-স্থান, লকডাউন, এবং নিরাপদ পারিবারিক পুনর্মিলন, সেইসাথে নির্দিষ্ট বিপদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার পরিমাপক।
- জাতীয় এবং উপ-জাতীয় স্তরে শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা এবং আকস্মিক ভাবে শিশু সুরক্ষা ব্যাঘাত হলে করণীয় পরিকল্পনা **তৈরি** এবং হালনাগাদ করুন।
- তীব্র এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপে কারণ মোকাবিলা করার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক সহায়তা সহ শিশুদের শিক্ষা টিকিয়ে রাখার অংশীদার হিসাবে পিতামাতা এবং পরিচর্যাকারীদের **সমর্থন** করুন।

প্রস্তাবিত পন্থাসমূহ

- উপ-জাতীয় ও সম্প্রদায়-স্তরের স্কুলের পূর্ণকালীন নিরাপত্তা কর্মীদেরকে স্কুলের নিরাপত্তার জন্য **ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে** এবং বৃহত্তর স্কুল সম্প্রদায়কে স্কুলের নিরাপত্তায় অংশ নিতে নেতৃত্ব প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- স্কুলের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের জন্য বার্ষিক সাইট-ভিত্তিক সকল-বিপদ মূল্যায়নের জন্য নীতি এবং নির্দেশিকা **প্রদান করে**, যাতে পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি হ্রাসের নির্দেশনা দেওয়া যায়। চলমান স্কুল সাইটে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অর্থায়নে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে একীভূত করার জন্য নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করুন।
- প্রতি বছরে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য পদ্ধতি (ইএমআইএস)-এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ঝুঁকির প্রভাবের পর স্কুলের সাইট পর্যবেক্ষণ **শুরু হওয়া** উচিত।
- স্কুল প্রশাসকদের সাথে প্রি-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস শিক্ষক/প্রশাসক পেশাগত সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি **বাস্তবায়ন** করুন। অংশগ্রহণমূলক স্কুলের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষকদেরকে তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশ করতে হবে।
- স্কুলে দুর্যোগ এবং জরুরী অবস্থার জন্য সাধারণ কর্মপদ্ধতিসহ (এসওপি) সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশিকা, ড্রিলসহ প্রতিক্রিয়ার বিধান বজায় রাখা এবং প্রাথমিক সতর্কতা প্রতিক্রিয়ায় প্রাথমিক পদক্ষেপে **প্রদান করুন**।
- শিক্ষা ও সুরক্ষার ধারাবাহিকতা সমর্থন ও অর্থায়নের জন্য জাতীয় এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে নিরপেক্ষতা-ভিত্তিক কৌশল এবং পরিকল্পনা **তৈরি** করুন। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে :
  - প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ, এবং দুর্বল প্রেক্ষাপটের জন্য পূর্বাভাস;
  - অস্থায়ী আশ্রয় হিসাবে স্কুলগুলো অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং মানদণ্ড সীমিত করা;
  - অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর জন্য বিকল্প অবস্থান এবং স্বল্প-প্রযুক্তির, পুনঃব্যবহারযোগ্য সম্পদ সনাক্তকরণ;
  - শিক্ষণ ও শেখানোর বিকল্প পদ্ধতি (যেমন, দূরবর্তী, সরাসরি, এবং শিক্ষাদানের হাইব্রিড মডেল এবং অনলাইন ও অফলাইনে ডিজিটাল সমাধান, রেডিও বা টেলিভিশন) এবং সহজ ও প্রযুক্তিহীন শিক্ষা উপাদান বিতরণের হাইব্রিড মডেলের পরিকল্পনা করা, যা কার্যকরভাবে কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া ও সক্ষমতা ব্যবহারের কাজে ব্যবহার করা যাবে।
  - এই কৌশলগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় এবং উপ-জাতীয় অংশীজনদের সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করা।
- কাঠামোগত, অ-কাঠামোগত, অবকাঠামোগত, পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাগুলোর জন্য স্কুল-ভিত্তিক প্রমাণ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব নির্দেশিকা **তৈরি** করা যা স্থানীয় স্কুল সম্প্রদায়গুলো দ্বারা বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।
- জাতীয় এবং উপ-জাতীয় কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা **তৈরি** করা যাতে সংকটের ক্ষেত্রে যোগাযোগের তথ্য, খরচ, সরবরাহকারী এবং সংস্থান চুক্তির দায়িত্বগুলো বর্ণনা করা যায়।
- সকলের জন্য শিক্ষাগত ব্যাঘাত কমানোর জন্য স্থানীয় স্কুলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সহকর্মী এবং পারস্পরিক সহায়তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে স্কুলের নেটওয়ার্ক এবং/অথবা ক্লাস্টারগুলোকে **কাজে** লাগানো।
- স্কুলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, এবং শিশু সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলো একীকরণ এবং সমন্বয় **অনুসন্ধান** করা।
- শান্তি বিনির্মাণ এবং সামাজিক সংহতির জন্য স্কুলের অনুশীলনগুলো - সশস্ত্র সংঘাতে শিক্ষাকে রক্ষা করার (যেমন নিরাপদ স্কুল ঘোষণায় বর্ণিত হয়েছে) কৌশলগুলোকে একীভূত করে **বাস্তবায়ন** করা।

© ChildFund India/Rama Rao Damalla

স্তম্ভ ৩

ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষা

পরিধি

ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষা শিশু, কর্মচারী এবং স্কুল সম্প্রদায়ের (অভিভাবকসহ) জন্য তাদের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের স্তরের সহনশীলতা বিকাশের জন্য বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া এবং শেখার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে সেই ব্যবস্থাগুলোর উপর আলোকপাত করে। এর মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও মহামারী, শিশু সুরক্ষা, সহিংসতা ও সংঘাত প্রতিরোধ, দ্বন্দ্বের সমাধান, সামাজিক সংহতি জোরদার করা এবং মনোসামাজিক সুস্থতা।

মূল প্রতিষ্ঠান/কর্মী

মূল দায়িত্ব বাহক :

- জাতীয় এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু বিকাশে দায়বদ্ধ সরকারী, বেসরকারী এবং বিশ্বাস-ভিত্তিক সংস্থাগুলোতে শিক্ষা খাতের নেতারা।
- প্রি-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থা এবং ফ্যাকাল্টি সদস্য।
- জাতীয় পাঠক্রম উন্নয়ন সংস্থা।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/কর্মী :

- স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ (এলইজি) এবং জাতীয় এবং/অথবা উপ-জাতীয় স্কুলের নিরাপত্তা সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের সদস্যরা।
- শিক্ষা (জরুরী অবস্থায়), শিশু সুরক্ষা এবং অন্যান্য মানবিক প্রতিক্রিয়ায় ক্লাস্টার, ওয়ার্কিং গ্রুপের সমতুল্য, বা শরণার্থীদের শিক্ষায় কর্মরত গোষ্ঠী (যখন ক্লাস্টার এবং/অথবা শরণার্থী সিস্টেম সক্রিয় থাকে না)।
- আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (আইএনজিও) এবং আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থা (আইজিও), যারা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে।
- মহিলা, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী অধিকার গোষ্ঠী এবং স্কুল নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যুব গোষ্ঠীসহ জাতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও)।
- স্কুলের অধ্যক্ষ, শিক্ষকের প্রশিক্ষক, শিক্ষক, যুব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, শেখার ক্রিয়াকলাপ ফ্যাসিলিটেটর এবং স্বেচ্ছাসেবক।
- জলবায়ু এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের বিজ্ঞানীরা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপক, শিল্পী, লেখক, অভিনয়শিল্পী, যোগাযোগকারী এবং শিশু সুরক্ষা অনুশীলনকারীরা।
- কমিউনিটি সংগঠন যেমন শিশু সুরক্ষা কমিটি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (পিটিএএস), ছাত্রদের ক্লাব, সরকার, যুব-নেতৃত্বাধীন সংগঠন, সহকর্মী শিক্ষাবিদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এবং অন্যান্য।
- দাতা, ঋণদাতা এবং বেসরকারি খাতের সহায়তাকারী যারা শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিশু সুরক্ষা, পানি ও স্যানিটেশন, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং আরও অনেকে কিছুতে আন্তঃখাত অংশীদাররা।

মূল দায়িত্বসমূহ

- যেসব কারণে শিশু-কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রসঙ্গ-সংবেদনশীল পাঠক্রমের বিষয়াবলী ও নির্দেশিকা[২০] সংহত ও প্রবর্তন সুনিশ্চিত করার নীতিমালা **এগিয়ে** নিতে হবে :
  - দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস (ঝুঁকি মূল্যায়ন, ঝুঁকি হ্রাস, এবং প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতিসহ);
  - জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, প্রশমন, এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব;
  - স্কুল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি;
  - সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষণ (এসইএল) এবং জীবন দক্ষতা;
  - শিশু সুরক্ষা, সহিংসতা প্রতিরোধ, শান্তি শিক্ষা, এবং সংঘাতের সমাধান।
- দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে পাঠক্রম এবং শিক্ষার উপকরণ **পর্যালোচনা** করুন এবং জেন্ডার, জাতিগত, ধর্মীয় বা অন্যান্য পক্ষপাত, বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা বা পরিচয় বা গোষ্ঠীভুক্তির ভিত্তিতে গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা প্রচারের বার্তা দূর করুন। সহনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করুন।
- পরিবার এবং স্কুলের জন্য প্রমাণ এবং চুক্তির ভিত্তিতে কর্ম-কেন্দ্রিক বার্তা জন্য **তৈরি** ও প্রচার করুন। এই বার্তাগুলো লক্ষ্য হলো ঝুঁকি কমানো এবং সম্ভাব্য বিপদগুলোর জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদান বৃদ্ধি করা।
- ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য জীবন দক্ষতা, ঝুঁকি হ্রাস, নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের পদক্ষেপ, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কিত মানসম্পন্ন শিক্ষাদান এবং শিক্ষা উপকরণ **তৈরি** করুন। একে অপরের মাধ্যমে সচেতনতা-বিনির্মাণ, নেতৃত্ব প্রতিপালন, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, এবং মনোসামাজিক সহায়তাকে সমর্থন করুন।
- ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষার বিষয়বস্তু সরবরাহ করার জন্য শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা কর্মীদের **সক্ষমতা** শক্তিশালী করুন এবং প্রাক-সেবা এবং পরিষেবাকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক চাহিদার প্রতি সাড়া দিন।
- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতাসহ (জিবিভি) সকল ধরণের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহিংসতার ঝুঁকি প্রতিরোধ, হ্রাস এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য নির্দেশিকা **প্রদান** করুন।
- মৌলিক দক্ষতা, মনোসামাজিক সমর্থন এবং সুস্থতা, এবং ত্বরান্বিত শিক্ষাসহ সংকট ও বাধাগুলোর জন্য পাঠক্রমের ফোকাসকে মানিয়ে নিতে **প্রস্তুত** থাকুন।

প্রস্তাবিত পন্থাসমূহ

- আনুষ্ঠানিক পাঠক্রমজুড়ে জ্ঞান ও দক্ষতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঠক্রম পর্যালোচনা **পরিচালনা** করুন। অন্তর্ভুক্ত করুন : জেন্ডার সমতা, শিশুর অধিকার, ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং হ্রাস, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষণ, সহিংসতা প্রতিরোধ, শান্তি শিক্ষা, এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তাভাবনা।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পথগুলো **ব্যবহার** করুন যেমন স্কুল সমাবেশে, ক্লাব, যুব আন্দোলন, খেলাধুলা এবং শিশু, যুবক এবং কর্মীদের স্কুল এবং সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করতে কমিউনিটি কর্মসূচি এবং ঝুঁকি সনাক্তকরণ, হ্রাস এবং সাড়াদান সক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নাগরিক পর্যায়ে সংযুক্ততা এবং নেতৃত্ব তৈরি করুন।
- পারিবারিক ও স্কুলের দুর্বলতা হ্রাস করার জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক, কর্ম-ভিত্তিক মূল বার্তাগুলো ঘিরে; এবং বিপজ্জনক প্রভাবগুলোর জন্য প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে (পাঠক্রম এবং গণ যোগাযোগ কৌশল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করার জন্য) জাতীয় ঐকমত্য **গড়ে** তুলুন।
- দুর্বল গোষ্ঠীর (যেমন, সংখ্যালঘুদের ভাষা, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য, ইত্যাদি) বৈষম্য এবং বাধা অতিক্রম করতে শিক্ষা উপকরণ এবং মূল বার্তাগুলোর যতটা সম্ভব ব্যাপকভাবে সহজপ্রাপ্যতা **নিশ্চিত** করুন।
- সহনশীলতা-বিনির্মাণ শেখার বিষয়বস্তু, স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষাবিদদের সক্ষমতা তৈরি করতে সাম্যতা-অবহিত কৌশলগুলো (ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ) **বিকাশ** এবং উন্নত করুন।
- সুরক্ষা লঙ্ঘন বা আঘাত দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষক ও শিশুদের জন্য সহায়তা পরিষেবা এবং সনাক্তকরণ ও রেফারেল প্রক্রিয়া **শক্তিশালী** করুন। শিশু ও কর্মীদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য নিজেদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষক, পরিচর্যাকারী এবং শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বিকাশ করুন।
- প্রসঙ্গ, দ্বন্দ্ব এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করতে এবং সেইসাথে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে শিক্ষা উপকরণটি পক্ষপাতিত্ব বা অসহিষ্ণুতার বার্তা থেকে মুক্ত তা নিশ্চিত করতে সেগুলো **পর্যালোচনা করুন**।
- **গবেষণা** এবং উন্নতির কৌশল হলো দূরবর্তী বা বাসা-ভিত্তিক শিক্ষা এবং ত্বরান্বিত শিক্ষা বাধা প্রাপ্ত হলে শিক্ষক এবং পরিবারের সক্ষমতা উন্নত করা।
- সুস্পষ্ট ইনফোগ্রাফিক্স, ফন্ট/টাইপফেস, ডিজিটাল নথির মধ্যে গ্রাফিক্সের জন্য বিকল্প টেক্সট এবং যেখানে সম্ভব সেখানে অন্যান্য অক্ষমতা সহায়ক সামগ্রীর প্রাপ্যতা (যেমন, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ব্রেইল, ইত্যাদি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্ত পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, অক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণতা **নিশ্চিত** করুন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু/পরিবেশ, শিশু সুরক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞদের অতিথি উপস্থাপক/সঞ্চালক হিসাবে **নিযুক্ত** করুন যার মধ্যে ফিল্ড ট্রিপ এবং অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।
- সংঘাত-আক্রান্ত প্রেক্ষাপটে, নারী, মেয়ে এবং ছেলেদের উপর জেন্ডারগত প্রভাবের কথা মাথায় রেখে নিরাপদ স্কুল শিক্ষার পরিবেশকে উন্নীত করার কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় অভিনেতাদের **নিযুক্ত** করুন (যেমন, শান্তির অঞ্চল হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেনস-এর স্কুলগুলো অথবা আক্রমণ থেকে শিক্ষার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক জোট দ্বারা প্রাসঙ্গিক কৌশলগুলোর প্রচারণা করা)।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলো **মোকাবিলা** করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমাজের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব স্কুলের কৌশল এবং রূপান্তরমূলক কার্যক্রম চালু করা।

স্তম্ভের ওভারল্যাপ বা বর্ধিত অংশ

© UNICEF/UN0506275/Ijazah

মূল দায়িত্বসমূহ

স্তম্ভ ১ এবং ২-এর ওভারল্যাপ

- সুরক্ষা এবং শিক্ষাগত ধারাবাহিকতার জন্য কাঠামোগত, অ-কাঠামোগত, অগ্নি নিরাপত্তা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা **বজায়** রাখা এবং উন্নত করা।
- জেন্ডার সংবেদনশীল, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ)-এর ক্ষেত্রে সুবিধা এবং নির্দেশিকাগুলো **বজায়** রাখা এবং উন্নত করা।
- উষ্ণতা, শীতলতা এবং অবাধে বায়ু চলাচলের পদ্ধতি, পরিষ্কার করা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ও সামাজিক দূরত্বের মাধ্যমে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ **প্রতিরোধ** ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- পানি ও শক্তি সংরক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জলবায়ুর ক্ষেত্রে স্মার্ট হস্তক্ষেপে **বাস্তবায়ন** করুন।

স্তম্ভ ২ এবং ৩-এর ওভারল্যাপ

- প্রত্যাশিত বিপদের জন্য নিয়মিতভাবে স্কুলে ড্রিল **অনুশীলন** করুন।
- পরিবারিক বিচ্ছেদ রোধ এবং নিরাপদে পারিবারিক পুনর্মিলনের পদ্ধতি **পরিকল্পনা** এবং বাস্তবায়ন করুন।
- পরিবারের নিরাপত্তা এবং সহনশীলতার পরিকল্পনা **প্রচার** করুন।
- সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া করা **শেখান**।
- সিস্টেমে পর্যায়ে সহনশীলতা এবং শেখার ধারাবাহিকতার ব্যবস্থাকে **শক্তিশালী** করুন।
- স্কুলে যাওয়া এবং বাড়িতে আসার পথে নিরাপত্তা **উন্নত** করুন।

স্তম্ভ ১ এবং ৩-এর ওভারল্যাপ

- কাঠামোগত, অ-কাঠামোগত এবং অবকাঠামোগত নিরাপত্তা শিক্ষার জন্য **প্রযুক্তিগত** ও **বৃত্তিমূলক** শিক্ষা।
- **নির্মাণকে** সম্প্রদায়ের সাথে একটি শিক্ষার সুযোগ হিসাবে দেখো।
- **পরিবেশ বান্ধব** স্কুল বাস্তবায়নের ব্যবস্থা।

সংযোজন

© UNICEF/UN0592111

1. পটভূমি
2. নির্দেশক নীতিমালা
3. কর্মের জন্য ব্যবহারিক মডেল
4. সকল দুর্যোগ এবং সকল ঝুঁকি
5. স্কুল নিরাপত্তার সমন্বিত কাঠামো (সিএসএসএফ) এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ
6. ডিআরআর ২০১৫-২০৩০-এর জন্য সিএসএসএফ এবং সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক
7. শব্দকোষ
8. সংক্ষিপ্ত শব্দ
9. পাদটীকা

১. পটভূমি

প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন, সংঘাত এবং সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত দুর্যোগ, জরুরী অবস্থা, ধাক্কা এবং মানসিক চাপ ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে এবং রাষ্ট্রগুলোকে তাদের উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধা দিতে পারে।[২১] আজ বিপর্যয় বা সংঘাতে আক্রান্ত দেশগুলোতে বাস করা বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ শিশু মানসম্মত শিক্ষার সীমিত প্রবেশাধিকার পায়।[২২]

একাধিক দুর্যোগের প্রভাব : ২১ শতকের প্রথম দুই দশকে, ৭,০০০টিরও বেশি দুর্যোগের ঘটনা বিশ্বব্যাপী ১.২৩ মিলিয়ন মানুষের জীবন নিয়েছে এবং ৪ বিলিয়নেরও বেশি মানুষকে আক্রান্ত করেছে।[২৩] আক্রান্তদের মধ্যে অন্তত ২৬% হলো ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু।[২৪] ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে অন্তত ৬০টি বড় আকারের দুর্যোগ ৩০টি দেশের ১১ মিলিয়নেরও বেশি শিশুর শিক্ষা ব্যাহত করেছে। ১৬টি দুর্যোগের ঘটনায় স্কুলে প্রায় ৩৫,০০০ শিশুর প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং স্কুল বন্ধ থাকার কারণে আরও অনেকে শিশু ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এসব দুর্যোগে ৩০,০০০-এরও বেশি স্কুল ধ্বংস হয়েছিল, এবং ৫০,০০০-এর কাছাকাছি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছিল।[২৫]

২০১৫ এবং ২০১৯ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতে আক্রমণ বা সামরিক কাজে স্কুল ব্যবহারের ১১,০০০-এরও বেশি অভিযোগ ছিল, যা ২২,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষতি করেছে। ৩৭টিরও বেশি দেশে শিক্ষা খাতে সংঘাত ও আক্রমণের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। এই আক্রমণগুলো প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েদের স্কুল, ছাত্রী এবং নারী শিক্ষকদের লক্ষ্য করে হয়েছে।[২৬] আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, ইরাক, দক্ষিণ সুদান, নাইজেরিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং অন্যান্য দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।[২৭]

বার্ষিক আনুমানিক সাড়ে সতেরো কোটি শিশু শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হবে।[২৮] ২০২০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ২৬.২ কোটি বেশি শিশু স্কুলের বাইরে ছিল।[২৯] কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর আগে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির ৫৩% শিক্ষার্থী ১০ বছর বয়সের মধ্যে একটি সহজ গল্প পড়তে বা বুঝতে পারত না, দরিদ্র দেশগুলোতে এই সংখ্যা ৮০%-এ পৌঁছেছিল।[৩০] ভঙ্গুর এবং সংঘাত প্রভাবিত পরিবেশের শিশুরা এই বৈশ্বিক শিক্ষা সংকটের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

প্রাকৃতিক বা স্বাস্থ্যগত বিপত্তি, জলবায়ু বা সংঘাত থেকে উদ্ভূত বিপদের কারণে জীবন ও জীবিকার ক্ষতি, প্রয়োজনীয় পরিষেবার মারাত্মক ব্যাঘাত, বাস্তুচ্যুতি ও সামাজিক উত্তেজনা হতে পারে। সংঘাতের কারণে ২০১৯ সালে ৪০ মিলিয়ন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ (আইডিপি) হয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে আরও ১৯ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রায় ৪ মিলিয়ন স্কুল-বয়সী শরণার্থী স্কুলের বাইরে ছিল।

ক্রমবর্ধমান এবং মিশ্র বিপদ : জলবায়ু সংকট একটি শিশু অধিকার সংকট, যেখানে বিশ্বের প্রায় ১ বিলিয়ন শিশু (মোট শিশুর প্রায় অর্ধেকে) অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশে বাস করছে।[৩১] চরম তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ঘটনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের বৃদ্ধি, জলবায়ু স্থানচ্যুতি এবং দুর্লভ সম্পদ নিয়ে সংঘাতের কারণে শিক্ষাগত বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা বিশ্বব্যাপী শিশুদের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের উপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে পারে।[৩২]

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর ফলে শিক্ষার বিদ্যমান সমস্যাগুলো আরও গুরুতর হয়েছে। সংকটের কারণে শিক্ষার বিঘ্নের শীর্ষে ১৯০টিরও বেশি দেশের ১.৬ বিলিয়ন শিক্ষার্থী স্কুলের বাইরে ছিল।[৩৩] এর মধ্যে কমপক্ষে ৪% শারীরিকভাবে অক্ষম শিশু যাদের দূরবর্তী শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে। ১৬৮ মিলিয়নেরও বেশি শিশুদের স্কুল পুরো এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য বন্ধ ছিল।[৩৪] ফলে, শিশুদের মধ্যে *শিক্ষা থেকে বঞ্চিতের* হার[৩৫] ৫৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩% হয়েছে, এবং ভঙ্গুর ব্যবস্থায় এই হার অনেক বেশি।[৩৬]

ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো অতিরিক্ত দুর্যোগের কারণে অনেকের ওপর মহামারীর প্রভাবগুলো আরও খারাপ ভাবে পড়েছে। অনেক শিশু কখনোই স্কুলে না ফেরার বিশাল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং বিশেষ করে মেয়েরা শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ ও নির্যাতনের মাধ্যমে শোষণের শিকার হতে পারে। দারিদ্র্য ও সহিংসতার চক্রে আটকা পড়া শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার ধরণ এবং মানুষ দ্বারা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের ক্রমাগত ধ্বংসের কারণে কোভিড-১৯ ছাড়াও বিশ্বজুড়ে সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৩৭]

অংশগ্রহণকারী এবং পরিবর্তনের বাহক হিসাবে শিশুরা : টেকসই উন্নয়ন, দুর্যোগ, জলবায়ু ও সংঘাত ঝুঁকি প্রশমনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা যা কিছু করেন, তার অধিকারভোগী ও প্রাথমিক উপকারভোগী হলো শিশু ও তরুণরা। তবে তারা অসহায় ভুক্তভোগী মতো আচরণ না করে বরং ঝুঁকি প্রশমন, শান্তি বিনির্মাণ, এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। জেন্ডার সম্পর্কিত প্রথা ও ধারণা রূপান্তরকারী, সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং উন্নয়ন সহায়ক পদক্ষেপসমূহ শিশু ও তরুণ কেন্দ্রিক ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতার সর্বোত্তম অনুশীলনের ভিত্তি দিয়ে। এই প্রক্রিয়াগুলোতে অংশ নিতে তাদের সম্পূর্ণভাবে জড়িত করার জন্য আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে।[২]

সর্ব-সমাজ এবং বহুমুখী শাসনব্যবস্থা : "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা প্রত্যেকের কাজ," তাই ঝুঁকি হ্রাসের জন্য একটি "সর্ব-সমাজ" পদ্ধতির প্রয়োজন। ঝুঁকি পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য, শিক্ষা খাতসহ সকল ক্ষেত্রে বহুমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্কুল বন্ধ বা খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, অনলাইন ব্লেন্ডেড লার্নিং কার্যক্রম পরিচালনা, ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো এবং দীর্ঘায়িত সংকটের সময় অভিযোজিত শিক্ষা হলো এমন কিছু নতুন বিষয় যেগুলোর কার্যকারিতা প্রমাণে আরও উপাত্ত ও গবেষণা প্রয়োজন।

২. নির্দেশক নীতিমালা

সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রতিশ্রুতিতে যেসব প্রতিশ্রুতি আছে :

- সুরক্ষা, বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা, উন্নয়নে শিশুদের অধিকার এবং শিক্ষা খাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রমাণ-ভিত্তিক অনুশীলন এবং অনুশীলন-ভিত্তিক প্রমাণ উভয়ই প্রচার করা।[৩৮]

এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য সিএসএস বাস্তবায়নের পুরোটা জুড়ে বিভিন্ন নীতির প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

- কোনও ক্ষতি না করা।
- একটি সমন্বিত, সকল-বিপর্যয়, সকল-ঝুঁকি পদ্ধতি অবলম্বন করুন *(পরিশিষ্ট ৪ দেখুন — সকল বিপদ এবং সকল ঝুঁকি)*।
- ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা, শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের পদক্ষেপে, সহিংসতা প্রতিরোধ, সংঘাত সংবেদনশীলতা এবং শান্তি-বিনির্মাণকে নিয়মিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করুন।
- সক্রিয় ব্যবস্থা, নীতিমালা এবং পরিকল্পনা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, শিশু-কেন্দ্রিক এবং শিশু ও সম্প্রদায় কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক হতে হবে।[২]
- জাতীয় উপ-জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মাল্টি-স্টেকহোল্ডারদের স্কুলের নিরাপত্তা প্রচেষ্টার সমন্বয়ের জন্য দায়ী নেতৃত্বের সাথে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন।
- জেন্ডার সম্পর্কিত প্রথা ও ধারণা রূপান্তরকারী পদ্ধতির মাধ্যমে লিঙ্গ-সমতার প্রতি লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
- পদ্ধতিগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা, পরিবর্তন এবং প্রাসঙ্গিক করা নিশ্চিত করুন।[৩৯]

৩. কর্মের জন্য ব্যবহারিক মডেল

জটিল সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপের জন্য বিভিন্ন অংশীদারিত্বকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সিএসএসএফ-এর দুটি আন্তঃসম্পর্কিত এবং বহুল ব্যবহৃত মডেল রয়েছে।

- ***সামাজিক-পরিবেশগত মডেল*** স্বীকার করে যে শিশুদের মঙ্গল নির্ভর করে তাদের সাথে সংযুক্ত বৃহত্তর এবং পারস্পরিক নির্ভরশীল ব্যবস্থার ওপর। এর মধ্যে রয়েছে পরিবারের মতো ছোটো ব্যবস্থা, স্কুল ও সম্প্রদায়ের মতো মাঝারি আকারের ব্যবস্থা এবং সমাজ, নিয়ম এবং সময়কালের মতো বৃহত্তর ব্যবস্থা।[৪০] এগুলো সবই একে অপরের সাথে সংযুক্ত, যা ঝুঁকি মোকাবিলা, সহনশীলতা এবং পরিবেশের টেকসই রাখার ব্যাপারে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

- **যৌথভাবে প্রভাবিত করার** পদ্ধতি সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের "সমাজ" স্তরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি স্বীকার করে যে জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য মাল্টি-স্টেকহোল্ডার এবং মাল্টি-সেক্টরাল পদ্ধতি জড়িত থাকা প্রয়োজন।

সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি উপাদান হলো : ১) একটি সাধারণ এজেন্ডা; ২) তথ্য এবং ফলাফলের জন্য সর্বসম্মত পরিমাপ ব্যবস্থা; ৩) পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে জোরদারকরণ কার্যক্রম; ৪) উন্মুক্ত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং ৫) একটি মূল সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা।[৪১]
আমাদের কাছে সিএসএস ফ্রেমওয়ার্কটি হলো পরিবর্তনের জন্য সাধারণ কর্মপ্রণালীর ভিত্তি। সিএসএস লক্ষ্য ও সূচকসমূহ *তথ্য এবং ফলাফলের জন্য সর্বসম্মত পরিমাপ ব্যবস্থা প্রদান করে।* আমরা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে নির্দেশিকা তৈরি করি তা *পারস্পরিক শক্তিশালীকরণ কার্যক্রমকে সহায়তা করে।*

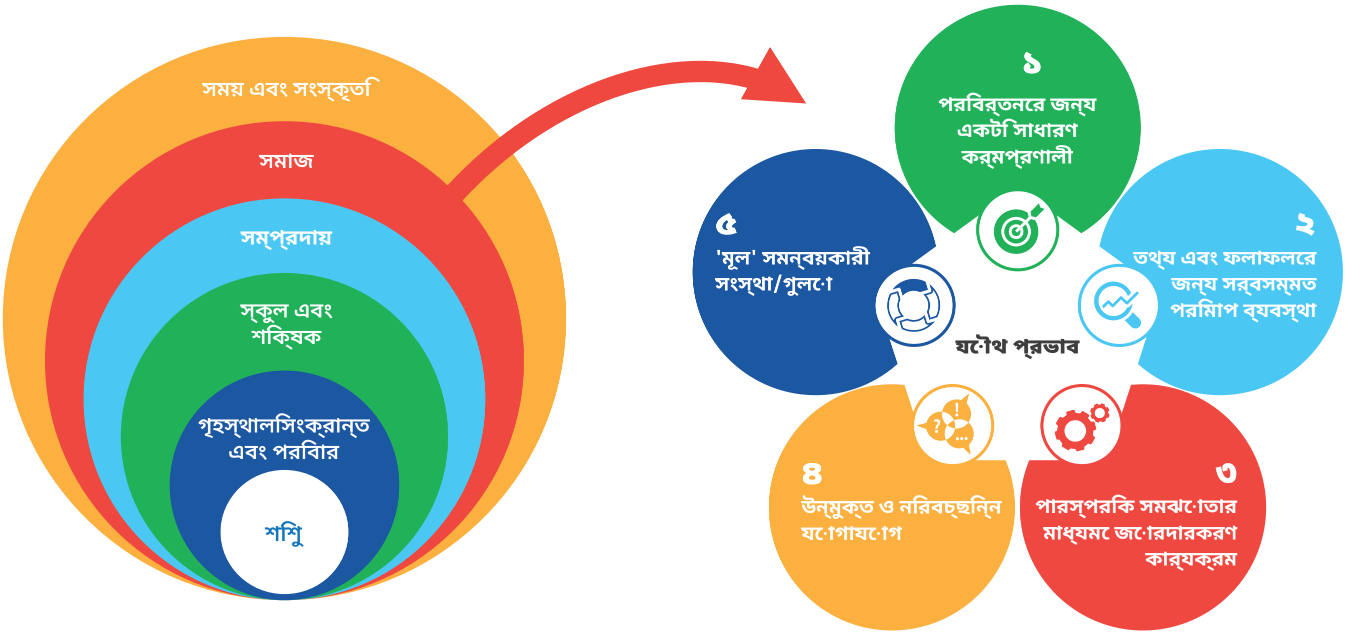

সামাজিক-পরিবেশগত মডেল

যৌথভাবে প্রভাবিত করার পদ্ধতি

৪. সকল দুর্যোগ এবং সকল ঝুঁকি

অনেক পন্থা আছে যা দুর্যোগ এবং ঝুঁকি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। বৈশ্বিক ঝুঁকিগুলোকে কার্যকরভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন *অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ভূ-রাজনৈতিক, সামাজিক বা প্রযুক্তিগত*।[৪২]

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, জৈবিক, স্বাস্থ্য, সংঘাত, সহিংসতা এবং দৈনন্দিন বিপদগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি সকল-দুর্যোগ পদ্ধতি গ্রহণ করা সহায়ক বলে মনে করেছে, যা নিচে দেখানো হয়েছে।

প্রাকৃতিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ

ভূমি: ভূমিকম্প, ভূমিধস/পাথর ধস, ধ্বংসাবশেষ বা কাদা-প্রবাহ, হিমবাহের হ্রদ বিস্ফোরণ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, তুষারপাত।

বাতাস ও পানি: বন্যা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, উপকূলীয় ক্ষয়, সুনামি, সেতু/বাঁধ ভাঙা, খরা, পানির ঘাটতি, শিলাবৃষ্টি, বালুঝড়, বজ্রপাত।

আগুন: দাবানল, কাঠামোগত আগুন।

তাপমাত্রা: চরম ঠান্ডা, প্রচন্ড গরম।

প্রযুক্তিগত আপদ

পারমাণবিক, জৈবিক, রেডিওলজিক্যাল এবং রাসায়নিক হুমকি (বিপজ্জনক পদার্থ এবং বর্জ্য, কীটনাশক, অ্যাসবেস্টস এবং পেইন্ট এবং পরিষ্কারের এজেন্ট সহ), বিকিরণ, বিদ্যুতের ঘাটতি, সড়ক দুর্ঘটনা (বাস, গাড়ি, সাইকেল, পেডিক্যাব/রিকশা, ইত্যাদি) এবং অন্যান্য পরিবহন দুর্ঘটনা (ট্রেন, প্লেন, নৌকা)।

বৈশ্বিক মহামারী (যেমন, এইচআইভি, ফ্লু, এভিয়ান ফ্লু, ইবোলা, কোভিড-১৯, ইত্যাদি), মহামারী (যেমন, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল), ভেক্টর-বাহিত রোগ (যেমন, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জিকা), অনিরাপদ বা অপর্যাপ্ত পানি, অনিরাপদ বা অপর্যাপ্ত খাদ্য, বায়ু দূষণ (ছত্রাকসহ), পানি দূষণ, কীটপতঙ্গের উপদ্রব (যেমন, ইঁদুর, পোকামাকড়, বিষাক্ত প্রাণী)।

সংঘাত এবং সহিংসতা

শারীরিক এবং অপমানজনক শাস্তি, গালাগালি, অবহেলা ও শোষণ, সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতা, যৌন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, সাইবার-বুলিং, অনলাইন সহিংসতা, বেসামরিক এবং সামরিক সংঘর্ষ, দলবদ্ধ সহিংসতা, স্কুল, ছাত্র এবং কর্মীদের উপর আক্রমণ, সুযোগ-সুবিধার সামরিক ব্যবহার, শিশু নিয়োগ।

দৈনন্দিন বিপদ এবং হুমকি

যানবাহন দুর্ঘটনা, ডুবে যাওয়া, খেলার মাঠের দুর্ঘটনা, অ্যালকোহল এবং পদার্থের অপব্যবহার, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, স্কুলে যাওয়ার অনিরাপদ পথ (যেমন, পানির মধ্যে বা মাধ্যমে, নারকেল পড়ে যাওয়া, পশু পারাপার), বাস্তুচ্যুতি এবং অভিবাসন, শিশুশ্রম, এবং বাল্যবিবাহ।

এছাড়াও, পরিস্থিতিগুলো বিপদের প্রকটতা এবং ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে: মৌলিক প্রয়োজনীয়তার অভাব (যেমন, উষ্ণতা, পানি, খাদ্য, আলো, অবাধে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, স্যানিটারি সুবিধা, জরুরি চিকিৎসা সেবা, আশ্রয়স্থল)।

৫. সিএসএসএফ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষা খাতে ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতার জন্য এসডিজিগুলো ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে এসডিজি লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী করতে চায়।

লক্ষ্য ১ :	দারিদ্র্য নেই (1.4, 1.5)
লক্ষ্য ৩ :	সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতা (3.3, 3.d)
লক্ষ্য ৪ :	মানসম্মত শিক্ষা (4.1, 4.7, 4.a, 5.c)
লক্ষ্য ৫ :	লিঙ্গ সমতা (5.1, 5.2, 5.5)
লক্ষ্য ৬ :	বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন (6.2, 6.4, 6.a, 6.b, 7.b)
লক্ষ্য ৭ :	সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবেশবান্ধব জ্বালানি (7.1, 7.2, 7.b)
লক্ষ্য ৮ :	উপযুক্ত কাজ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (8.6, 8.7, 8.8)
লক্ষ্য ৯ :	শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো (9.1, 9.4, 9.a)
লক্ষ্য ১০ :	বৈষম্য হ্রাস (10.3, 10.7)
লক্ষ্য ১১ :	টেকসই শহর এবং সম্প্রদায় (11.5, 11.6, 11.b., 11.c)
লক্ষ্য ১২ :	দায়িত্বপূর্ণ খরচ এবং উৎপাদন (12.5, 12.8)
লক্ষ্য ১৩ :	জলবায়ু কর্মকাণ্ড (13.1, 13.3, 13.b)
লক্ষ্য ১৬ :	শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান (16.1, 16.7)
লক্ষ্য ১৭ :	লক্ষ্যসমূহের জন্য অংশীদারিত্ব (17.16, 17.17, 17.18, 17.19)

৬. ডিআরআর ২০১৫-২০৩০-এর জন্য সিএসএসএফ এবং সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক

সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক ডিআরআর-এর সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক (এসএফডিআরআর) লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী করতে চায়, কারণ আমরা শিক্ষা খাতে ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতার জন্য বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য এবং চারটি এসএফডিআরআর অগ্রাধিকার ব্যাখ্যা করি।

শিক্ষা খাতের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্য[৪৩]

- **#১. সমস্ত বিপদ এবং ঝুঁকির কারণে স্কুলে শিশুদের মৃত্যু ও আঘাত এবং ক্ষতি কমিয়ে আনা**
- **#২. সমস্ত বিপদ ও ঝুঁকির কারণে স্কুল বাদ পড়ার সময় কমিয়ে আনা**
- **#৩. দুর্যোগের প্রভাবের কারণে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ক্ষতি হ্রাস করা**
- **#৪. স্কুল স্তর এবং সমষ্টিগতভাবে স্কুলের নিরাপত্তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা**
- **#৫. সমন্বিত স্কুল নিরাপত্তা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে দেশগুলোর একসাথে কাজ করা**
- **#৬. স্কুলগুলোর আগাম সতর্কতা ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারা এবং তা ব্যবহার করতে পারা**

শিক্ষা খাতের লক্ষ্য ও সূচকসমূহ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক (এসএফডিআরআর)-এর অগ্রাধিকার	শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার
অগ্রাধিকার ১ : দুর্যোগের ঝুঁকি অনুধাবন করা	• স্কুলের নিরাপত্তা, শিক্ষার ক্ষেত্রে কৌশল, নীতি এবং পরিকল্পনার মধ্যে ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতাকে একীভূত করার ভিত্তি হলো একটি ব্যাপক পদ্ধতি। • শিশুকেন্দ্রিক ঝুঁকি মূল্যায়ন শিক্ষা বিভাগের সব স্তরেই রয়েছে। • নিরাপদ নয় এমন স্কুলগুলো পুনরুদ্ধার এবং প্রতিস্থাপনের জন্য মূল্যায়ন এবং অগ্রাধিকারের জন্য একটি পদ্ধতিগত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, সর্বসম্মতি এবং প্রমাণ ভিত্তিক, কাজ/কর্ম ভিত্তিক মূল বার্তাসমূহ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে জাতীয়ভাবে গ্রহণ করেছে। • শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়মিতভাবে পাঠক্রমে জলবায়ু সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস, এবং শিক্ষায় সহনশীলতা যোগ করা। • স্কুলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং স্কুলের ক্লাব, সমাবেশ এবং পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষা প্রদান করা।
অগ্রাধিকার ২ : দুর্যোগের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার করা	• স্কুলের বিস্তৃত নিরাপত্তার মূল উপাদানগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় এবং/অথবা উপ-জাতীয় স্তরে নীতি এবং আইনি কাঠামো সক্রিয় করা। • ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতার জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা, নেতৃত্ব এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে সমস্ত পর্যায়ের জন্য মনোনীত ফোকাল পয়েন্ট এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। • নিরাপদ স্কুল নির্মাণের জন্য নির্দেশিকা এবং প্রবিধান রয়েছে। • সম্মতি এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরাপদ স্কুলের সাইট নির্বাচন, নকশা এবং নির্মাণের আনুগত্য এবং বাস্তবায়ন তদারকি করুন। • স্কুলগুলো বাৎসরিকভাবে স্কুলের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং পরিচালনা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে (যেমন, স্কুল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং/অথবা স্কুলের উন্নতির অংশ হিসাবে)।
অগ্রাধিকার ৩ : দুর্যোগে সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগ করা	• শিক্ষা খাতের ঝুঁকি কমাতে অর্থায়ন করা। • সিএসএস-এর জন্য মনিটরিং এবং মূল্যায়ন চলমান। • নিরাপদ নয় এমন বিদ্যমান স্কুলগুলোর উন্নত করার জন্য একটি অগ্রাধিকার পরিকল্পনার সংস্থানগুলো বাস্তবায়ন করা। • শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সরকারি স্কুলে নিরাপত্তা বাড়াতে এবং বিনিয়োগ রক্ষা করতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে। • প্রয়োজনীয় মাত্রায় স্কুল-ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ব্যবস্থাপনা এবং সহনশীল শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার জন্য কর্মী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একটি চাহিদা মূল্যায়ন, কৌশল এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা রয়েছে। • ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দেশে মানসম্পন্ন এবং যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ রয়েছে।
অগ্রাধিকার ৪ : কার্যকর সাড়াদানের জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা উন্নত করা	• শিক্ষাবর্ষে সীমিত আকারে স্কুলগুলোকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র বা যৌথ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কৌশল তৈরি করুন। • শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সমস্ত স্তরে একটি ব্যাপক বার্ষিক সম্মিলিত ড্রিলের ব্যবস্থা করে এবং নির্দেশনা প্রদান করে। এই ড্রিলটির লক্ষ্য হলো সাড়াদান প্রস্তুতি অনুশীলন করা এবং প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা মূল্যায়ন করা। • শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও উপ-জাতীয় পরিকল্পনা রয়েছে যা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, ধারাবাহিকতা এবং শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের সুরক্ষার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৭. শব্দকোষ

এখানে স্কুলের নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত শব্দাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উৎসের মধ্যে রয়েছে ইউএনডিআরআর,[৪৪] ইউনিসেফ[৪৫] এবং অন্যান্য।

দায়বদ্ধতা	জবাবদিহিতা হলো মানবাধিকার এবং সুশাসনের ভিত্তি। এর দ্বারা নাগরিক এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রতি স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা, দায়িত্ব এবং প্রতিক্রিয়া বোঝায়।[৪৬]
সক্ষমতা	একটি সম্প্রদায়, সমাজ বা সংস্থার মধ্যে উপলব্দ সমস্ত শক্তি, গুণাবলী ও সংস্থানের সংমিশ্রণ যা সম্মত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। চিহ্নিত চার ধরনের সক্ষমতা হলো : *দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গ্রহণযোগ্য, নমনীয়,* এবং *রূপান্তরযোগ্য।*
শিশু কেন্দ্রিক পন্থা	একটি শিশু-কেন্দ্রিক পন্থা শিশু ও তরুণদের আগ্রহ এবং চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি শিশু এবং তরুণদের মূল্যবান সম্পৃক্ততা, অভিব্যক্তির সুযোগ তৈরি এবং সমর্থন, অংশগ্রহণের জন্য জায়গা, দর্শক উপস্থিতি এবং প্রভাবের ওপর জোর দেয়।[৪৭] এটি তাদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতি দেয়[৪৮] এবং নিশ্চিত করে তাদেরকে সম্মান করা হচ্ছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত শোনা হচ্ছে যা তাদেরকে প্রভাবিত করে।[২]
সঙ্গতি	শিক্ষা খাতে দুর্বলতা এবং ঝুঁকি হ্রাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, অভিযোজন এবং সহনশীলতার জন্য সম্পর্কিত কাঠামোর সংযোগ। এর মধ্যে রয়েছে : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক), জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন (ইউএনএফসিসি/প্যারিস এগ্রিমেন্ট), টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (ইএসডি) এবং অন্যান্য।
সংঘাত	এটি স্কুল, ছাত্র ও কর্মীদের ওপর হামলা; সামরিক কাজে স্কুল ভবনের ব্যবহার; বিপজ্জনক, শোষণমূলক, অপরাধমূলক ও সহিংস কার্যকলাপে শিশুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংঘাত এবং সহিংসতার অন্যান্য পরিস্থিতির প্রভাবকে বোঝায়। সংঘাত-সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা বোঝায় যে অসাবধানতাবশত সামাজিক উত্তেজনা এবং সহিংস সংঘর্ষে শিক্ষা অবদান রাখে না[৪৯] (উদাহরণস্বরূপ সম্পদের অসম বণ্টনের মাধ্যমে, একটি গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট শিক্ষাদানের পদ্ধতি, বা এমন নিয়োগপদ্ধতি যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে)।
পরিকল্পনা	নির্মিত পরিবেশের পরিকল্পনা এবং এর কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ***দুর্যোগ সহনশীলতার*** জন্য কর্মক্ষমতার মানদণ্ড নিরূপন বিবেচনা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ***প্রবেশাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তি,*** এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে সর্বোত্তম অনুশীলনের জন্য ***পরিবেশ-বান্ধব পরিকল্পনা।***
দুর্যোগ	দুর্বলতা, বিপদগ্রস্ততা এবং সক্ষমতার সাথে সাংঘর্ষিক যে-কোনো স্তরের দুর্যোগের কারণে এক বা একাধিক উপায়ে কোনও সম্প্রদায় বা সমাজের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত করতে পারে : মানুষ, বস্তুগত, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি ও প্রভাব।
কোনো ক্ষতি না করা	এই নৈতিক নীতিটির উদ্দেশ্য হলো স্কুলের সুরক্ষা উন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত কৌশল এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে অসাবধানতাবশত যে-কোনো ক্ষতি কমিয়ে আনা।
আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা (ইডব্লিউএস)	এগুলো ব্যক্তি, স্কুল, সম্প্রদায় এবং সরকারগুলোকে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করার জন্য সমস্ত ধরণের বিপদ এবং ঝুঁকির ওপর নজরদারি, প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা, সরঞ্জাম এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে।

শিক্ষা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা এমন শিক্ষা বোঝায় যা প্রাতিষ্ঠানিক, ইচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্যমূলক, এবং সরকারী সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে পরিকল্পিত এবং যা প্রাসঙ্গিক জাতীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত। এতে প্রারম্ভিক শৈশব, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা পাঠক্রমের বাইরে বিভিন্ন দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নতির জন্য পরিকল্পিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষার যে-কোনো পরিকল্পিত কর্মসূচিকে বোঝায়। এটি স্কুলের আগে, স্কুল চলাকালীন বা পরে স্কুলের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে, সেইসাথে যুব আন্দোলন, বিশ্বাস-ভিত্তিক গোষ্ঠী এবং শিশু-যত্ন এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিষেবা কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে ঘটতে পারে।

নিরপেক্ষতা

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বৈষম্য, এবং শিক্ষার প্রাপ্যতা এবং শিক্ষণের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমে ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের নীতির প্রয়োগ। প্রধান বৈষম্য এবং বর্জন জেনোফোবিয়া (ভিনদেশীদের প্রতি ভয়) এবং বর্ণবাদের সাথে সাথে সম্পদ, অবস্থান, ক্ষতিকারক সামাজিক এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত ধারণা, অক্ষমতা, মাতৃভাষার নির্দেশনা, জাতিসত্তা, অভিবাসন এবং স্থানচ্যুতি এবং উপ-জাতীয় পার্থক্যের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষার ধারাবাহিকতায় বিপত্তি এবং ব্যাঘাতের প্রভাবও এই চিত্রের অংশ। এই সমস্যাগুলো প্রায়শই প্রাসঙ্গিক তথ্যের অভাবের কারণে অস্পষ্ট থাকে (এছাড়াও জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি দেখুন)।

শিক্ষা সেক্টরে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স (জিএডিআরআরআরইএস)

সিএসএসএফ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী মানবিক ও উন্নয়নকারী সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে ২০১৩ সালে জিএডিআরআরআরইএস নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আঞ্চলিক অনুমোদিত জোটগুলো আরও ভৌগোলিক এবং প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্যযুক্ত প্রচার ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে।

জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (জিইডিএসআই)

জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বলতে সেইসব নীতি ও অনুশীলন বোঝায় যা সামাজিকভাবে বহির্ভূত ও প্রান্তিক মানুষের সমান সুযোগ সুবিধা এবং সম্পদ পাওয়ার পথ উন্মোচিত করে। এর জন্য মানুষ কীভাবে কাজ করে এবং সমাজে তারা কীভাবে অংশগ্রহণ করে, এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা প্রয়োজন।[৫০]

এতে বৈষম্যহীনতা, এবং নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন :

- *জেন্ডার সংবেদনশীল* হওয়া — জেন্ডার ভূমিকা এবং অসমতাকে বোঝা এবং সমান অংশগ্রহণ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রচার করা।
- *জেন্ডার সম্পর্কিত প্রথা ও ধারণা রূপান্তরকারী* হওয়া — জেন্ডারের রীতিনীতি এবং ক্ষমতার অসমতাকে লঙ্ঘন করার সুযোগ তৈরি করা।
- কার্যকরী ক্ষমতা এবং প্রয়োজন ও যোগাযোগ ক্ষমতার ব্যক্তিগত পার্থক্যের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত থাকা।
- মানুষ যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে এমন ভাষায় তথ্য, শিক্ষা এবং প্রচার উপকরণ প্রদান করা।

বিপদ / হুমকি

সব ধরনের আপদ বলতে বোঝায়, কোনো বিপদজনক প্রক্রিয়া, ঘটনা, পদার্থ, মানবিক কার্যকলাপ বা স্কুলে এবং স্কুলের আশেপাশের অবস্থা যা জীবনহানি, আঘাত, স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বা মানুষের ক্ষতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবেশের ক্ষতি, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ক্ষতি; বা শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যাহত করে। এর মধ্যে রয়েছে দ্রুত, ধীরগতির এবং ব্যাপক বিপদ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদ (যেমন, ভূ-পদার্থগত, আবহাওয়া ও জলবিদ্যাগত), প্রযুক্তিগত, জৈবিক ও স্বাস্থ্যগত বিপদ, সংঘাত ও সহিংসতা, এবং সেইসাথে দৈনন্দিন সামাজিক বিপদ। এগুলোর প্রত্যেকটির প্রাকৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক, উভয় কারণ থাকতে পারে।

একাধিক বিপদ বলতে একটি নির্দিষ্ট দেশে বা জায়গা যে বিবিধ বিপদের সম্মুখীন হয় তাকে বোঝায়, সেইসাথে সম্ভাব্য আন্তঃসম্পর্কিত প্রভাবসহ একই সাথে ঘটতে পারে এমন বিপজ্জনক ঘটনাগুলোকে বোঝায়।

শিক্ষা কেন্দ্র / সশরীরে শিক্ষণের পরিবেশ

এটি স্কুল এবং শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য ব্যবহৃত যে-কোনো জায়গা (ভেতরে বা বাইরে, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক) এবং সে সম্পর্কিত সহায়তাকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে প্রারম্ভিক শৈশব এবং শিশু যত্ন কেন্দ্র, স্কুল, অস্থায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিশু-উপযোগী স্থান। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে :

- আলাদা দালান, শ্রেণীকক্ষ, টয়লেট, ছাত্রাবাস, স্কুল প্রাঙ্গণ, খেলার মাঠ এবং বিনোদনমূলক সুবিধাসহ সম্পূর্ণ স্কুল।
- স্কুল সাইটের অবকাঠামো যেমন বিদ্যুৎ, পানি এবং ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা, বায়ুচলাচল, অগ্নি দমন ব্যবস্থা ও অ্যালার্ম, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা।
- স্কুলে যাওয়া আসার জন্য অবকাঠামো যেমন রাস্তা, সেতু এবং ফুটপাথ এবং পরিবহন যেমন বাস ও নৌকা।
- স্কুল কার্যক্রম সমর্থন করে এমন সরঞ্জাম এবং পরিষেবা।

স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ (এলইজি)

এটি শিক্ষা বিভাগের অংশীদারগণের একটি সহযোগিতামূলক ফোরাম যারা দেশ-পর্যায়ে শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিকাশ, বাস্তবায়ন, নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করে এবং নিশ্চিত করে যে সকল পক্ষকে এই সেক্টরের অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করা হয়েছে।

সহনশীলতা

মানবাধিকারের পূর্ণ এবং সমান অধিকারকে ক্ষুন্ন করে এমন মানসিক চাপ এবং মানসিক ধাক্কা থেকে প্রত্যাশা, প্রতিরোধ, সহ্য, মানিয়ে নেওয়া এবং পুনরুদ্ধারের জন্য শিশু, পরিবার, সম্প্রদায় এবং ব্যবস্থার সক্ষমতা (এছাড়াও দেখুন : সক্ষমতা)।

ঝুঁকি

সম্ভাব্য জীবনহানি, আঘাত, বা ধ্বংসকৃত বা ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদ যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি ব্যবস্থা, সমাজ বা সম্প্রদায়ের সাথে ঘটতে পারে যা বিপদ, দুর্বলতা, বিপদগ্রস্ততা এবং সক্ষমতার কারণে হয়। বিপদ, মানসিক বিপর্যস্ততা, মানসিক চাপ, দুর্বলতা, বিপদগ্রস্ততা এবং সক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ***ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা পদ্ধতি শুরু করা*** হয়। জনসংখ্যা এবং ব্যবস্থাগুলোকে বিপদ, মানসিক বিপর্যস্ততা, এবং চাপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম করার জন্য পরিকল্পনাগুলো ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, এই পরিকল্পনাগুলো এগুলো থামানোর, এগুলোর বিরুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া এবং এগুলোকে পরিচালনা করার সক্ষমতা তৈরি করতেও সহায়তা করে।

স্কুল কমিউনিটি

স্কুল কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত হলো সমস্ত ছাত্র, কর্মী এবং দর্শনার্থী এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে তারা যে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করে।

স্কুলের নিরাপত্তা

স্কুলের নিরাপত্তা সমস্ত বিপদে স্কুল ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল রক্ষা করতে চায়। বিপদ, মৃত্যু, আঘাত এবং ক্ষতির সংস্পর্শে না আসা এবং তার থেকে রক্ষা পাওয়া এটির অন্তর্ভুক্ত। স্কুলের সাইট এবং কেন্দ্রের স্থান পরিকল্পনা এবং নির্মাণ; স্কুল কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা; ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা এবং মনোসামাজিক সহায়তার বিধানে কর্মীদের এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এটির অন্তর্ভুক্ত।

মানসিক বিপর্যস্ততা

আকস্মিক এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকারক বিপদ বা অন্যান্য ঘটনা, বা মুহূর্ত যেখানে একটি ধীর সূচনা প্রক্রিয়া (একটি মানসিক চাপ) থাকে এবং 'টিপিং পয়েন্ট' অতিক্রম করে একটি চরম ঘটনা হয়ে ওঠে।

মানসিক চাপ

মানসিক বিপর্যস্ততার মতোই মানসিক চাপ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা যা একটি প্রদত্ত ব্যবস্থার সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং এর মধ্যকার অংশীজনদের বিপদগ্রস্ততা বাড়ায়।

বিপদগ্রস্ততা

একটি সম্প্রদায়, সিস্টেম বা সম্পদের বৈশিষ্ট্য এবং পরিস্থিতি যা এটিকে বিপদ, মানসিক বিপর্যস্ততা বা মানসিক চাপের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে।

৪. সংক্ষিপ্ত শব্দ

সিসিএ	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন
সিএসই	সংঘাত সংবেদনশীল শিক্ষা
সিএসও	নাগরিক সমাজ
সিএসএসএফ	স্কুল নিরাপত্তার সমন্বিত কাঠামো
ডিআরআর	দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস
ইআইই	জরুরি অবস্থায় শিক্ষা
ইএমআইএস	শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য পদ্ধতি
ইএসডি	টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা
ইডব্লিউএস	আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা
জিএডিআরআর-আরইএস	শিক্ষা খাতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স
জিবিভি	জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা
জিইডিএসআই	জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
আইসিটি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
আইডিপি	দেশের মধ্যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিগণ
আইজিও	আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থা
আইএনজিও	আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
এলইজি	স্থানীয় শিক্ষা গ্রুপ
এনজিও	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
পিটিএ	অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি
এসডিজি	টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ
এসইএল	সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষণ
এসএফডিআরআর	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক
এসএইচএন	স্কুল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
এসওপি	সাধারণ কর্মপদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর)
ওয়াশ	পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা
ডব্লিউআইএসএস	নিরাপদ স্কুলের জন্য বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ (ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইনিশিয়েটিভ ফর সেফ স্কুলস)

৯. পাদটীকা

1. ডব্লিউআইএসএস-এ স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে : আমেরিকা অঞ্চলের ২৮টি (ক্যারিবীয় অঞ্চলের ১৬টি সহ), এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ১৬টি (প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪টি সহ), আফ্রিকার ৫টি, ইউরোপের ৪টি এবং মধ্যপ্রাচ্যের ৪টি।
2. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)(2020). Words into Action guidelines: Engaging children and youth in disaster risk reduction and resilience building.
3. United Nations (UN) (1989). Convention on the Rights of the Child.
4. United Nations (UN) (2015). 2030 Agenda for Sustainable Development.
5. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction for Children.
6. United Nations (UN) (2015). Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Paris Agreement.
7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2021). Education for sustainable development 2030.
8. World Health Organization (WHO) (2016). INSPIRE - Seven Strategies for Ending Violence Against Children.
9. Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) (2015). Safe Schools Declaration.
10. Inter-agency Network for Education in Emergencies (2010). Minimum Standards for Education.
11. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2020). Core Commitments for Children in Humanitarian Action.
12. Child Protection Global Protection Cluster (2019). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action.
13. World Health Organization (WHO) (2019). Health Emergency and Disaster Risk Management Framework.
14. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2022). Revision of the 1974 Recommendation concerning education for international understanding, co-operation and peace.
15. ০–১৮ বছর বয়সী (এবং স্কুলে অধ্যয়নরত তত্তোধিক বয়সী যে-কোনো তরুণ)।
16. Overseas Development Institute (ODI) (2017). Self-recovery from disasters: An interdisciplinary perspective. Working Paper 523.
17. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) (2016). World Humanitarian Summit – Agenda for Humanity, World Humanitarian Summit 2016 and UNESCO, UNICEF EAPRO et. al. (2015). Education and Resilience: Nine priority paths for making schools safer and societies more cohesive.
18. GADRRRES (2013-present). School Safety Context Analysis Template & Collection.
19. "কাঠামোগত" শব্দটি দ্বারা কোনও দালানের ভার-প্রতিরোধী মূল ব্যবস্থার উপাদানগুলোকে বোঝায় (যেমন ফাউন্ডেশন, পিলার, ভারবাহী দেয়াল)। "কাঠামো-বহির্ভূত" বলতে অন্যান্য

অংশগুলো বোঝায় যা ভার-প্রতিরোধী মূল ব্যবস্থার অংশ নয়। এগুলো হতে পারে দালানের স্থাপত্য, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক বা অন্যান্য উপাদান (যেমন দরজা ও জানালা, প্রাচীর ও সাজসজ্জা, চিমনি, সিঁড়ি, বাতি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক ও বায়ু চলাচলের সরঞ্জাম, প্লাম্বিং, পানির ট্যাংক, বইয়ের তাক ইত্যাদি)।

20. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2012). Towards a learning culture of safety and resilience: technical guidance for integrating disaster risk reduction in the school curriculum.

21. উদাহরণস্বরূপ : "প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত বিপর্যয়ের কারণে মোট মৃত্যুর ৫৮ শতাংশ ঘটে সবচেয়ে দুর্বল ৩০টি রাষ্ট্রে, এবং প্রায়ই আক্রান্ত মানুষের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না কিংবা অনেক কমিয়ে বলা হয়।" ODI (2018). When disasters and conflict collide: uncovering the truth.

22. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2016). Nearly a quarter of the world's children live in conflict or disaster-stricken countries.

23. CRED (2020). The Human Cost of Natural Disasters: A Global Perspective.

24. The World Bank (2021). Population ages 0-14 (% of total population) | Data.

25. Save the Children (2019). Intensive Disaster Impacts on Schools in the 21st C. Internal report.

26. Global Coalition to Protect Education Under Attack (2019). "It is Very Painful to Talk About" Impact of Attacks on Education on Women and Girls.

27. Global Coalition to Protect Education from Attack (2020). Education Under Attack 2020.

28. Save the Children (2007). Legacy of disasters. The impact of climate change on children. আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের *বৈশ্বিক দুর্যোগ রিপোর্ট* ২০০৬-এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই অনুমানটি করা হয়েছে।

29. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2019). Data and Analytics, Every Child Learns: UNICEF Education Strategy 2019-2030.

30. The World Bank (2019). Learning Poverty.

31. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2021). Children's Climate Risk Index.

32. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2021). The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index and Save the Children (2021). Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children's rights.

33. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2020). COVID-19 and children - UNICEF data hub.

34. United Nations (UN) (2021). SDG Indicators. যদিও স্কুল বন্ধ থাকা ৫টি দেশের মধ্যে ৪টিতে দূরবর্তী শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রদান করা হয়, ২০২১ সালের প্রথম দিকের হিসাব অনুযায়ী অন্তত ৫০ কোটি শিশু ও তরুণ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

35. UNESCO UIS (2021). Learning poverty. কোনও শিশু দশ বছর বয়সে এসে একটি সহজ লেখা পড়তে না পারলে সেটিকে "শিক্ষণ ঘাটতি" বলা হয়।

36. The World Bank (2020). Realizing the Future of Learning: From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere.

37. Boukerche, S. & Mohammed-Roberts, R. (2020). Fighting infectious diseases: The connection to climate change, World Bank.

38. M. Petal, K. Ronan, G. Ovington, M. Tofac (2019). Child-centred risk reduction and school safety: An evidence-based practice framework and roadmap. International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 49, October 2020.

39. World Resources Institute (2022). Principles for Locally Led Adaptation.

40. U. Bronfenbrenner. Ecological systems theory. In: Vasta R, ed. Annals of Child Development: Vol. 6. London, UK: Jessica Kingsley Publishers; 1989:187–249. and Bronfenfrenner, U. & Morris, P. (2006). "The Bioecological Model of Human Development".

41. J. Twigg (2020). Global School Safety: Collective Impact Evaluation of the GADRRRES and J. Kania and M. Kramer (2011). Collective impact. Stanford Social Innovation Review.

42. World Economic Forum (2021). The Global Risks Report 2021.

43. GADRRRES (2014). CSS Targets and Indicators. GADRRRES website.

44. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2016). Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology related to disaster risk reduction, & UNDRR (2020). Hazard Definition and Classification Review.

45. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2019). Risk Informed Education Programming for Resilience. Every child learns: UNICEF Education Strategy 2019-2030.

46. J.G. Koppel (2014). Accountable Global Governance Organizations.

47. Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2021). Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian and Protracted Crises.

48. K. R. Ronan, K. Haynes, B. Towers, E. Alisic, N. Ireland, A. Amri, and M. Petal (2016). Child-centred disaster risk reduction: Can disaster resilience programs reduce risk and increase the resilience of children and households? The Australian Journal of Emergency Management, 31(3), 49.

49. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2019). Risk-informed education programming for resilience.

50. U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2020). Disability Inclusion

Global Alliance for
Disaster Risk Reduction & Resilience
in the Education Sector